النبأ

নাবা প্রবন্ধ

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪১হি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দিনকে দিন কাফির রাষ্ট্র চিনের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে আযাব আরো প্রকট হচ্ছে, এমনকি দেশটিতে প্রাণঘাতী রোগটির অবস্থা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, যার সামনে দেশটির ফিরআউনী সরকার পর্যন্ত অক্ষমতা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাণঘাতী রোগটি চিনের ভিতর ও বাহির উভয় জায়গায় ছড়িয়ে এখন এক বৈশ্বিক দুর্যোগে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অনেক মুসলিমকেই দেখা যাচ্ছে, তারা জোর বিশ্বাসের সাথে বলছে, এ বিপদ চিনের ওপর আল্লাহর পক্ষ হতে এক কঠিন শাস্তি মুসলিমদের জান, মাল, ইজযত-আব্রুর ওপর নৃশংস নির্যাতনের প্রতিফলস্বরূপ।

কিন্তু যাই হোক, কোনো সুস্পষ্ট প্রমান ব্যতীরেকে এটা আযাব কিনা এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা দেয়া সম্ভব না, যদিও কাফিররা দুনিয়া-আখিরাতে আযাবের উপযুক্ত এবং তাদের বিপদাপদে আনন্দিত হওয়া একটি শরীয়তসিদ্ধ প্রশংসিত বিষয়।

একের পর এক নিদর্শন

পূর্ববর্তী অনেক জাতি আল্লাহর পক্ষ হতে আযাব ভোগ করেছে তাদের ধৃষ্টতা, শিরক ও নবী ও নেককার বান্দাদের সহিত দুশমনি করার পরিণামস্বরূপ। আদ, সামূদ, ফিরআউন-গোষ্ঠী, মাদায়েনবাসী, বনী ইসরাঈল ইত্যাদি জাতিবর্গের ওপর ঘুর্ণিঝড়, বিকট আওয়াজ, বিকৃতিসাধন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ধরণের আযাব এসেছিলো তাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল হিসেবে।

সাথে সাথে নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের ওপরও বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা এসেছিলো। তো তাদের কাউকে হত্যা করা হয়, কাউকে নির্যাতন করা হয়, আর কাউকে ভূমিছাড়া করা হয়। এমনকি রাসূলুল্লাহর ﷺ কিছু শ্রেষ্ঠতম সাহাবীগণও শামের ভূমিতে মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন, অথচ তাঁরা সেখানে জিহাদরত ও বিজয়ীরূপে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর পথের শহীদই মনে করি, কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

الطّاعُونُ شَهادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

“ মহামারীতে মৃত্যুবরণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত।”[বুখারী ও মুসলিম]

তবে বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতের সময় মুমিন ও মুশরিকদের মাঝে যে বড় পার্থক্য দেখা দেয়, তা হলোঃ মুমিনগণ এ সময় দোয়া ও অনুনয় বিনয় করে বিপদাপদ থেকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাওবাহ ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, আর বিপদাপদের ওপর ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখে।

পক্ষান্তরে কাফিররা এগুলোকে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নিদর্শনই মনে করে না যে, যার কারণে তারা কুফর ও গোমরাহি থেকে তাওবা করবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট মুক্তি চাইবে। বরং বিপদাপদের সময় তাদের কুফর ও অহামিকা আরো বেড়ে যায়, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ★ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

“ (কাফিররা মূসাকে) বললো, আমাদেরকে যাদু করতে তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা তোমার প্রতি কিছুতেই ইমান আনবো না।

অতঃপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের ওপর একের পর এক নিদর্শনস্বরূপ জলোচ্ছ্বাস, ফড়িং, উঁকুন, ব্যাং এবং রক্তের বালাই।"
[আ'রাফঃ ১৩২-১৩৩]

কাফিরদের মাঝে আবার আরেক প্রকার রয়েছে, যারা বিপদাপদের সময় আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, যখন অন্য সব উপায় ও ব্যবস্থা থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে তারা। কিন্তু তাদের এই ইমানই আবার পরে কুফরে রূপ নেয় শুধুমাত্র বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার পরপরই। ফলে তারা আল্লাহর এই অনুগ্রহকে অন্য কারো দান বলা শুরু করে দেয়। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেনঃ

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ★ قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ

" বলে দিন, কে তোমাদের জল-স্থলের অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করেন, এমতাবস্থায় তোমরা তাঁর নিকট কাকুতিমিনতি ও গোপনে ডেকে বলো যে, যদি তিনি আমাদের মুক্তি দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুজারে পরিণত হবো। বলে দিন, আল্লাহই তোমাদের এসব থেকে এবং সমস্ত মুসিবত থেকেই মুক্তি দান করেন, তারপরও তোমরা শিরক করতে থাকো।"
[আন'য়ামঃ ২৩-২৪]

কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে পালিয়ে যাও, যেভাবে সিংহ দেখলে পালাও

চিনে যে মহামারী দেখা দিয়েছে এর ভয়াবহতা কেবল মুশরিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ না, বরং আশঙ্কা রয়েছে, এটা চিনে বসবাসকারী মুসলিমদের মাঝে এবং চিনের আশেপাশে অন্যান্য জায়গায়ও সংক্রামিত হতে পারে, যেখানে রয়েছে শত শত মিলিয়ন আহলে ক্বিবলা জনগোষ্ঠী। একইভাবে বর্তমান বৈশ্বিক বিভিন্ন যোগাযোগব্যবস্থার কারণে সহজেই রোগবালাই ও মহামারী দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্যান্য প্রান্তে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট আমরা সমস্ত মুসলিমের জন্য নিরাপত্তা ও 'আফিয়াত চাই।

কাজেই বর্তমানে মুসলিমদের কর্তব্য হলো, রোগবালাই থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় গ্রহণ করে রোগাক্রান্ত দেশগুলো থেকে দূরে থাকা, যাতে করে আল্লাহ তাদের বালা-মুসিবত থেকে নিরাপত্তা দান করেন ও হিফাজত করেন। যে আক্রান্ত হয়, শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সে আক্রান্ত হয়, আর যে নিরাপদ থাকে সেও কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হুকুমেই নিরাপদ থাকে। সাথে সাথে রোগবালাই ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর নির্ধারিত মাধ্যমও গ্রহণ করা চাই।

এ ধরণের মাধ্যম গ্রহণের কিছু উদাহরণ হলোঃ

- মহামারী-আক্রান্ত এলাকাগুলোতে প্রবেশ না করা, যাতে রোগাক্রান্ত না হতে হয়,

- আর আগে থেকে সেখানে থেকে থাকলে বের না হওয়া, যাতে আক্রান্ত এলাকার বাহিরেও রোগ না ছড়ায়। এগুলো সব নিজের ও অন্যের ক্ষতি

থেকে হিফাজত থাকার জন্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুকরণেই করতে হবে। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

الطّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ على طائِفَةٍ مِن بَنِي إسْرائِيلَ، أوْ على مَن كانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ، وأَنْتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا، فِرارًا منه قالَ أبو النَّضْرِ: لا يُخْرِجْكُمْ إلّا فِرارًا منه.

" মহামারী হচ্ছে এমন আযাব যা বনী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর অথবা তাদের পূর্বে কারো ওপর নাযিল হয়েছিলো। সুতরাং তোমরা যখন কোনো স্থানে মহামারীর কথা শুনবে তখন সেখানে যাবে না। আর যদি সেখানেই রয়ে যাও, তাহলে সেখান হতে রোগ থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হবে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

আবু হুরারাহ থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

لا عَدْوى ولا طِيَرَةَ، ولا هامَةَ ولا صَفَرَ، وفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كما تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ.

" সংক্রামক, কুলক্ষণ, পেঁচা ও সফর মাসের নিজস্ব কোনো ক্ষতি করার শক্তি নেই, আর কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন করো ,যেমন তোমরা সিংহ দেখলে পলায়ন করো।" [বুখারী]

অর্থাৎ, রোগবালাই আল্লাহ তায়ালার হুকুম ছাড়া নিজে থেকে সংক্রামিত হতে পারে না। কাজেই রোগবালাই থেকে দূরে দূরে থাকা আল্লাহ তায়ালার একটি শারয়ী বিধান, যা মানা আবশ্যক। এর মাধ্যমে আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা রোগবালাই থেকে হিফাজত করবেন।

এছাড়াও আরো কিছু করণীয় কাজ রয়েছে, যথাঃ আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা, রোগ থেকে হিফাজত থাকার নিয়তে সংক্রামক রোগী থেকে দূরে থাকা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর যিনি

চিকিৎসাবিদ্যা ও বিজ্ঞানে পারদর্শী তিনি বিভিন্ন ঔষধ ও প্রতিষেধক উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন, আর নিয়ত করবেন যে, মুসলিমদের থেকে যেন শরীয়ত-অনুমোদিত পন্থায় আল্লাহর হুকুমে রোগবালাই প্রতিরোধ করা যায়। পাশাপাশি তিনি মুসলিম প্রাণগুলোকে রক্ষার দ্বারা সওয়াবের আশা রাখবেন। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

" আর যে রক্ষা করলো কোনো প্রাণ, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করলো।" [আল-মায়িদাহঃ ৩২]

হে আমাদের রব, আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েন না কোনো কঠিন বোঝা

এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য বিশেষভাবে যে সকল ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই, সেগুলো হচ্ছেঃ

১- আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা ও আল্লাহ তা'য়ালার আযাবের ব্যাপারে নিজেদের ভয় ও ভীতি প্রকাশ করা, যদিও এই আযাব কাফিরদের ওপর নাযিল হয়। পাশাপাশি মানুষদেরও এ বিষয়ে সতর্ক করা চাই। কেননা এসকল আযাব ও নিদর্শনের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্বীয় বান্দাদেরকে ভীত করেন, তাদের সামনে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা যাহির করে দেখান, আর দেখিয়ে দেন বান্দাদের নিজেদের দুর্বলতা ও অপারগতা। এই কঠিন আযাবের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঐ সকল লোকদের সতর্ক করেন, যারা তাঁর নিকট দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া থেকে অহংকার ও বিমুখতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

" বল, " তোমাদের ওপরের দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠাতে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে মিলিয়ে ফেলে একদলকে আরেকদলের শক্তিমত্তার স্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।" লক্ষ্য করো, কীভাবে আমি আয়াতসমূহ নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যাতে তারা বুঝতে পারে।" [আল-আন'আম - ৬৫]

২- আল্লাহর শক্তি ও কুদরত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। মানুষ পৃথিবীতে যতই দাপট দেখাক না কেন, আল্লাহর শক্তির সামনে তারা নিতান্তই দুর্বল। আর দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা যখন চান, যেভাবে চান তাঁর দুশমনদেরকে দুর্বল ও ক্ষুদ্রতর সৃষ্টি দ্বারাও শায়েস্তা করেন, আর মুমিনদের ওপর যে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে, যদিও আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জিহাদ ব্যতীতই কাফিরদের শায়েস্তা করতে পারেন, কেননা জিহাদ তো মুমিনদের জন্য ইবাদতস্বরূপ এক পরীক্ষা এবং মুমিনদের ইমান পরিশুদ্ধকরণের এক ব্যবস্থা। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

" অতএব, কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের মোকাবেলা হবে তখন তাদের শিরশ্ছেদ করবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের (অনেকের) রক্তপাত ঘটাবে তখন (অবশিষ্টদেরকে) কষে বাঁধবে (বন্দী করবে)। তারপর হয় অনুকম্পা,

না হয় মুক্তিপণ। (অর্থাৎ তাদেরকে হয় অনুকম্পা দেখিয়ে ছেড়ে দেবে, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেবে।) (তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে) যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে (শত্রু তার অস্ত্র সমর্পণ করে)। এটাই (আল্লাহর নির্দেশ)। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে। তবে যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের আমলসমূহ তিনি কিছুতেই নষ্ট করবেন না।" [মুহাম্মাদ - ৪]

৩- বেশি করে দোয়া করা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত, যেন আল্লাহ মুসলিমদের ও তাদের ভূমিগুলোকে রোগবালাই ও মহামারী থেকে রক্ষা করেন এবং আক্রান্ত মুসলিমদের সুস্থতা দান করেন, এসকল রোগবালাই যেন তাদের গুনাহের কাফফারা হয় ও তা মিটিয়ে দেয়। আরো দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৈন্য হিসেবে এই মহামারী ও রোগবালাই কাফির ও মুশরিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের আবাদীকে ধ্বংস করে দেন, তাদের শক্তি নিঃশেষ করে তুলেন এবং মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন চালানো থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন।

পাশাপাশি এ সবকিছুর জন্য প্রতি সালাতে কুনূতে নাযিলা পড়া কর্তব্য।

সমস্ত স্থানের মুসলিমদের যেন আল্লাহ হিফাজত করেন, মুশরিকদের দেয়া আযাব থেকে যেন তাদের রক্ষা করেন এবং তাদের ওপর থেকে সমস্ত বালা-মুসিবত দূর করে দেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এই হলো আমাদের প্রার্থনা।

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তাহলে (অনুগ্রহ করে) আমাদেরকে শাস্তি দিয়েন না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর কোন ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েন না, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন কোন দায়িত্ব দিয়েন না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাদের রব, তাই কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।”

[আল-বাকারাহ - ২৮৬]

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নিবেদিত।

আল-মুনাসির মিডিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত